Contents

সলাত পরিত্যাগকারীর বিধান

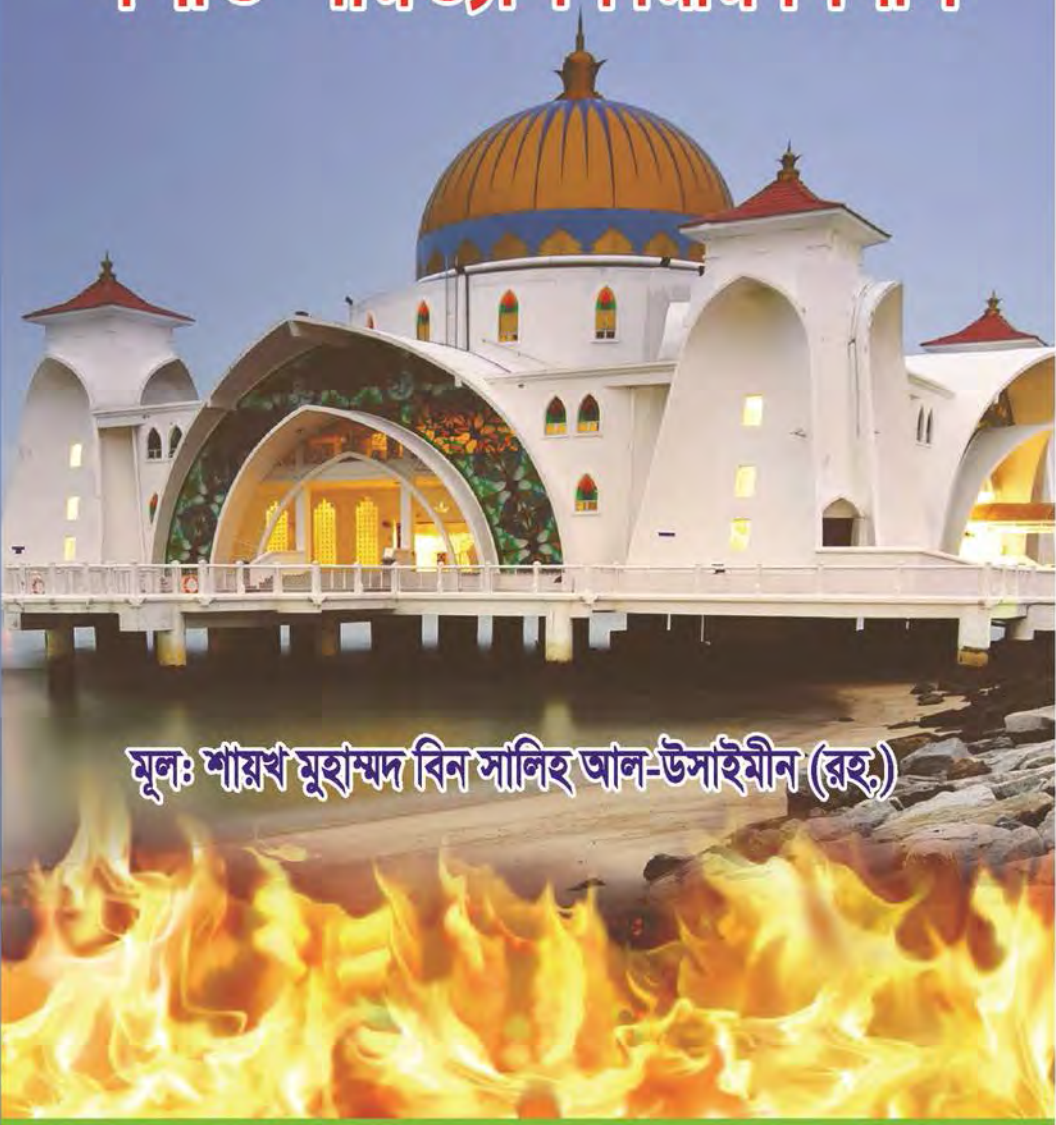

মূলঃ শায়খ মুহাম্মদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন (রহ.)

অনুবাদঃ শাইখ মতীউর রহমান মাদানী

আলোচক - পিস টিভি বাংলা

حُكْمُ تَارِكِ الصَّلَاةِ

تأليف: فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

সলাত পরিত্যাগকারীর বিধান

মূলঃ আল্লামা শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল উসাইমীন (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)

অনুবাদকঃ শাইখ মতিউর রহমান মাদানী

(দাঈ, দাম্মাম কালচারাল ইসলামিক সেন্টার, সৌদি আরব
ও আলোচক- পিস টিভি বাংলা)

প্রকাশনায়

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে রচিত তথ্য সমৃদ্ধ
কিতাব প্রকাশে সচেষ্ট ব্যতিক্রমধর্মী

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী

রাণীবাজার, (মাদরাসা মার্কেটের সামনে), রাজশাহী।
০১৭৩০৯৩৪৩২৫, ০১৯২২৫৮৯৬৪৫

অনুবাদক: শাইখ মতিউর রহমান মাদানী

(দাঈ, দাম্মাম কালচারাল ইসলামিক সেন্টার, সৌদিআরব ও আলোচক- পিস টিভি বাংলা)

প্রকাশনায়

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে রচিত তথ্য সমৃদ্ধ
কিতাব প্রকাশে সচেষ্ট ব্যতিক্রমধর্মী

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী

রাণীবাজার, মাদরাসা (মার্কেটের সামনে), রাজশাহী।
০১৭৩০-৯৩৪৩২৫, ০১৯২২-৫৮৯৬৪৫
ওয়েব: http://www.wahidiyalibrary.blogspot.com
ইমেইল: wahidiyalibrary@gmail.com

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর ২০১৪ ঈসায়ী।

ISBN 978-984-91017-6-5

নির্ধারিত মূল্য: ১৫ টাকা।

মূদ্রণ : দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী।

অনুবাদকের আরয

আরবী পুস্তিকা حُكْمُ تَارِكِ الصَّلَاةِ "হুকমু তারিকিস সলাত"-এর অর্থ সলাত পরিত্যাগকারীর বিধান নামক মূল আরবী পুস্তিকাটি মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার অধ্যায়নকালে নজরে পড়ে। ঐ সময় থেকেই পুস্তিকাটির অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা আমি উপলব্ধি করি। কিন্তু সময় সুযোগ না ঘটায় অনুবাদে বিলম্ব হয়। বর্তমানে 'ইসলামী সেন্টার' আল-বুকাইরিয়াতে, আমি কর্ম জীবনে নিয়োজিত হবার পর ডিরেক্টর সাহেবের অনুমতিক্রমে ইহার অনুবাদে প্রয়াস হই-আলহামদুলিল্লাহ। এবং আমার সাধ্যমত ইহা সহজ ও সরল ভাষায় অনুবাদ করার চেষ্টা করি। এই পুস্তিকাটির মূল লেখক মুসলিম জাহানের বিখ্যাত আলেম সৌদী আরবের আল্লামা শাইখ মুহাম্মদ বিন সালেহ আল উসাইমীন (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)। উক্ত পুস্তিকাটিতে সংক্ষেপে যেভাবে **সলাত পরিত্যাগকারী** সম্পর্কে সর্ব বিষয়ে ইসলামী বিধানকে উপস্থাপন করেছেন তা আজ পর্যন্ত অন্য কোন সলাতের আরকাম আহ্কাম সম্বলিত পুস্তিকায় এরূপ ব্যাপকতা আছে বলে আমার জানা নেই। তাই, মহান আল্লাহর নিকট আরজ করি যে, যদি খাকসারের পরিশ্রম দ্বীনী ভাইদের জন্য সঠিক মাসআলা বুঝতে সহায়ক হয়, তবে নিজ শ্রমকে সার্থক বলে মনে করব ইনশা-আল্লাহ।

মূল আরবী হতে পুস্তিকাটি অনুবাদে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি হয়ে থাকতে পারে এটা মোটেই বিচিত্র নয়। তাই বিদগ্ধ ও সুধী পাঠকের সৎ পরামর্শ ও সুচিন্তিত অভিমত ইনশা-আল্লাহ সাদরে গৃহীত হবে এবং পুস্তিকাটির পুনঃমুদ্রণকালে বিবেচিত হবে।

বিনীত

মতিউর রহমান মাদানী

প্রকাশকের কথা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَه

قَالَ اللهُ تَعَالَى:﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ سورة المُدَّثِّر ٧٤: ٤٢-٤٣

সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর, যিনি সকল ইবাদতের একমাত্র হকদার আর তিনিই মানুষদেরকে তাঁর ইবাদতের জন্যেই সৃষ্টি করেছেন। অত:পর রাসূল ﷺ এর উপর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

সম্মানিত অনুবাদক **"শাইখ মতিউর রহমান মাদানী"** এর অনুমতি সাপেক্ষে **আল্লামা মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল উসাইমীন** (রহমাতুল্লাহি আলাইহ) রচিত **"সলাত পরিত্যাগকারীর বিধান"** নামক অনূদিত গ্রন্থখানা প্রকাশ করতে পেরে মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। আর বইটি প্রকাশ করার ব্যাপারে যারা আমাকে বিভিন্নভাবে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন আমি তাদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

উল্লেখ্য, সতর্কতা সত্ত্বেও মুদ্রণ প্রমাদ ঘটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ভুল ত্রুটি উল্লেখ পূর্বক যে কোন পরামর্শ দিলে তা সাদরে গ্রহণ করা হবে।

পরিশেষে দু'আ করছি আল্লাহ তা'আলা মূল গ্রন্থকার, অনুবাদক ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে দুনিয়া ও আখিরাতে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ ও শান্তি দান করুন। আমীন।

বিনীত

আব্দুল ওয়াহীদ বিন ইউনুস

যায়নুল আবেদীন বিন নুমান

তথ্যসূত্র নির্দেশিকা

বাংলাদেশে প্রকাশিত হাদীস গ্রন্থের সংকলনগুলোতে এক প্রকাশনীর হাদীস নম্বরের সাথে অপর প্রকাশনীর হাদীস নম্বরের সাথে মিল নেই বললেই চলে। ফলে পাঠকেরা হাদীস অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিতে পড়ে। পাঠকদের অনুসন্ধানের সুবিধার্থে আমাদের প্রকাশনীর অন্যান্য বই এর ন্যায় সহীহ-যঈফ তাহক্বীক্বসহ এই বইয়েও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিশ্ববিখ্যাত বহু গ্রন্থসম্ভার কুরআন-হাদীসের সার্চ সফ্‌টয়্যার "আল-মাকতাবাতুশ-শামেলা" প্রদত্ত ক্রমিক নম্বর অনুসরণ করা হয়েছে। আর কুরআনুল কারীমের ক্ষেত্রে প্রথমে সূরার নাম, তারপর সূরা নম্বর, ও শেষে আয়াত নম্বর দেওয়া হয়েছে (যেমন- সূরা আন-নিসা-০৩:৯৯)।

পাশাপাশি আমাদের দেশে প্রকাশিত হাদীস গ্রন্থের প্রকাশনীর নামসহ হাদীস নম্বর উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি। যেমন-

- মাশা.= আল-মাকতাবাতুশ-শামেলা,
- ইফা. = ইসলামিক ফাউন্ডেশন,
- তাও. = তাওহীদ পাবলিকেশন্স,
- আপ্র. = আধুনিক প্রকাশনী,
- মাপ্র. = মাদানী প্রকাশনী,
- হাএ. = হাদীস একাডেমী,
- আলএ. = আলবানী একাডেমী
- ইসে= ইসলামিক সেন্টার প্রভৃতি।

উদাহরণস্বরুপ- বুখারী, তাও, হা/৩২০৭, ইফা. হা/২৯৭৭, আপ্র. হা/২৯৬৭, মুসলিম, মাশা. হা/৪৫০, হাএ. হা/৫৮৯, ইফা. হা/৫৯৮, ইসে. হা/৫৬৯, সহীহ আত-তিরমিযী, মাপ্র. হা/৩২৭৭, নাসাঈ, মাপ্র. হা/২৫৪২, মিশকাত, হাএ. হা/১২১২, ইত্যাদি।

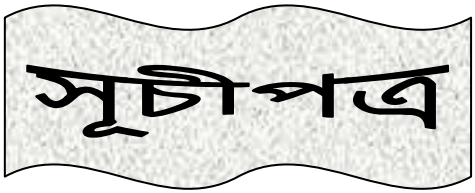

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	"প্রথম পরিচ্ছেদ" ◈ "সলাত ত্যাগকারী সম্পর্কে বিধান"	১
০২	➢ প্রথমত: সেই গুণকে উপেক্ষা করা যার উপর বিধান রচনাকারী গুরুত্ব দিয়েছেন, এবং তার সাথে বিধান সংশ্লিষ্ট করেছেন।	১৬
০৩	➢ দ্বিতীয়ত: এমন এক গুণের প্রতি লক্ষ্য রাখা যার উপর বিধান রচনাকারী কোন বিধানের ভিত্তি রাখেন নাই।	১৭
০৪	➢ তাদের দলীলের বিশ্লেষণ (যারা বলে সলাত ত্যাগকারী কাফির নয়)	২৩
০৫	"দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ" ◈ সলাত ত্যাগের কারণে অথবা অন্য কোনো কারণে মুরতাদ (ইসলাম বিমুখ) হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে প্রযোজ্য বিধানাবলী	২৮
০৬	➢ প্রথমত: পার্থিব বিধানসমূহ	২৮
০৭	➢ দ্বিতীয়ত: মুরতাদ হওয়ার কারণে পরকালের বিধানসমূহ	৩৭

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُه وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَتُوْبُ إِلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَه وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ أَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانِ إِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ أَمَّا بَعْدُ

আজকাল সচরাচর অধিক সংখ্যক মুসলিম এমন রয়েছে যারা সলাতে উদাসীন থাকে ও তা বিনষ্ট করে। এমনকি অনেকে অলসতা ও অবহেলা করে তা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে।

এটা একটা জটিল সমস্যা যাতে আজকের মানুষেরা জর্জরিত। আর ইসলামী উম্মাহর আলেমগণ ও ইমামগণ শুরু থেকে আজ পর্যন্ত এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করে আসছেন; তাই আমি এ সম্বন্ধে যা কিছু সম্ভব লেখা ভাল মনে করছি। আমার আলোচনা দুটি পরিচ্ছেদে ইনশা-আল্লাহ্ সমাপ্ত হবে।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِيْ حُكْمِ تَارِكِ الصَّلَاةِ

প্রথম পরিচ্ছেদঃ "সলাত ত্যাগকারী সম্পর্কে বিধান"।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ: فِيْمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الرِّدَّةِ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ أَوْ غَيْرِهَا

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ "সলাত ত্যাগ করার কারণে বা অন্য কোন কারণে মুরতাদ (ইসলাম বিমুখ) হলে তার বিধানাবলী"।

মহান আল্লাহর নিকট আমরা এই প্রার্থনা করি যেন আমরা এ ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের সন্ধান পেতে সক্ষম হই।

"প্রথম পরিচ্ছেদ"
সলাত ত্যাগকারী সম্পর্কে বিধান

এটা জ্ঞানপূর্ণ মাসআলাসমূহের অন্যতম একটি (বিরাট) মাসআলা, যে ব্যাপারে শুরু থেকে আজ পর্যন্ত বিদ্বানগণ মতভেদ করে আসছেন, তাই এই বিষয়ে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন-

فَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلَ: تَارِكُ الصَّلاَةِ كَافِرٌ كُفْرًا مُخْرِجًا مِنَ الْمِلَّةِ يُقْتَلُ إِذَا لَمْ يَتُبْ وَيُصَلِّ

অর্থাৎ "সলাত ত্যাগকারী কাফির হয়ে যায়, আর এমন কুফরীতে নিমজ্জিত হয়, যা দ্বীন ইসলামের গণ্ডি হতে বহিষ্কার করে দেয়। তাকে হত্যা করা হবে যদি সে তাওবাহ করতঃ সলাত প্রতিষ্ঠা না করে।"

ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালিক ও ইমাম শাফিঈ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন-

قَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ وَمَالِكِ وَالشَّافِعِيْ: فَاسِقٌ وَلَا يَكْفُرْ.

অর্থাৎ "সে ফাসিক হয়, কাফির হয় না।"

(অতঃপর শাস্তি নির্ধারণে ইমামগণ) মতভেদ করেছেন। ইমাম মালেক ও শাফিঈ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, তাকে হদ শাস্তি স্বরূপ হত্যা করা হবে, আর ইমাম আবু হানীফা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, তাকে শাস্তি দিতে হবে তবে হত্যা করা যাবে না।

কাজেই এই মাসআলা যখন দ্বিমত বিশিষ্ট মাসআলাসমূহের অর্ন্তগত তখন আল্লাহর বিধানের দিকে ও সুন্নাতে রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দিকে (আমাদের) প্রত্যাবর্তন করা আবশ্যক। কারণ মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ

অর্থাৎ "তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ কর, তার ফায়সালা তো আল্লাহ তা'আলারই নিকটে রয়েছে।"[১]

তিনি আরো বলেন-

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

অর্থাৎ "অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কোন ব্যাপারে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়, তবে সে বিষয়টি (ফায়সালার জন্য) আল্লাহ ও রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা (সত্যিকার অর্থে) আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনে থাকো। (তাহলে) এ পদ্ধতিই হবে (তোমাদের বিরোধ মিমাংসার) সর্বোৎকৃষ্ট উপায় এবং পরিণতির দিক দিয়ে (এটিই) হচ্ছে সর্বোত্তম পন্থা।"[২]

---

১. সূরা আশ শূরা-৪২:১০

২. সূরা আন নিসা-৪:৫৯

আর মতভেদকারীগণ একে অপরের মত মেনে নিতে পারেন না, কারণ প্রত্যেকেই নিজের মতকে সঠিক ও নির্ভূল মনে করেন। আর একজনের মত অন্য জনের মতের উপর গ্রহণের দিক দিয়ে অগ্রাধিকার নয়। তাই উভয়ের মত বিরোধের নিস্পত্তির জন্য আল্লাহর কিতাব (কুরআন) ও রাসূল ﷺ এর সুন্নাত (হাদীস) এর দিকে প্রত্যাবর্তন করা আবশ্যক।

যখন আমরা এ সমস্যাকে কিতাব সুন্নাহর দিকে সমর্পণ করব ও উহার মাপকাঠিতে যাচাই করব তখন আমরা এই ফায়সালায় উপনীত হতে পারব যে, কিতাব সুন্নাহ সলাত ত্যাগকারীকে কাফির ঘোষনা করেছে, এটি এমন মারাত্মক ধরনের কুফরী যা দ্বীন ইসলাম হতে বহিষ্কার করে দেয়।

প্রথমতঃ পবিত্র কুরআন হতে দলীলঃ মহান আল্লাহ সূরা তাওবায় ইরশাদ করেন-

فَإِنْ تَابُوْا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ

অর্থ "তবে (এখন) যদি তারা তাওবাহ করে সলাত আদায় করে ও যাকাত প্রদান করে, তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই।"[৩]

আর সূরা মারইয়ামে তিনি বলেন-

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا – إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ شَيْئًا

অর্থ "তাদের পর (তাদের অপদার্থ) বংশধররা এলো, তারা সলাতকে বিনষ্ট করল এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করলো, অতএব অচিরেই তারা (তাদের) এই গুমরাহীর পরিণামের সম্মুখীন হবে। কিন্তু যারা তাওবাহ করেছে, ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে (তাদের কথা আলাদা)। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে আর তাদের উপর কোন ধরণের যুলুম করা হবে না।"[৪]

দ্বিতীয় আয়াত যা সূরা মারইয়াম থেকে উল্লেখিত হল তা সলাত ত্যাগকারীর কুফরী এভাবে প্রমাণ করে যে, আল্লাহ পাক সলাত বিনষ্টকারী ও প্রবৃত্তির অনুসরণকারীদের সম্বন্ধে বলেন-

৩. সূরা আত-তাওবাহ-৯:১১

৪. সূরা মারইয়াম-১৯:৫৯-৬০

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ অর্থাৎ "কিন্তু যারা তাওবাহ করবে এবং ঈমান আনবে।" একথা বুঝায় যে তারা সলাত বিনষ্ট করার সময়কালে ও প্রবৃত্তির অনুসরণ কালে মু'মিন ছিল না। প্রথম আয়াত যা সূরা তাওবাহ থেকে উদ্ধৃত যা সলাত ত্যাগকারীর কুফরী এই ভাবে প্রকট করে যে, মহান আল্লাহ আমাদের ও মুশরিকদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব সাব্যস্ত হওয়ার **তিনটি শর্তারোপ** করেছেন।

(১) أَنْ يَتُوبُوا مِنَ الشِّرْكِ অর্থাৎ যেন তারা শিরক হতে তাওবাহ করে।

(২) أَنْ يُقِيمُوا الصَّلَاةَ অর্থাৎ যেন তারা সলাত প্রতিষ্ঠিত করে।

(৩) أَنْ يُؤْتُوا الزَّكَاةَ অর্থাৎ যেন তারা যাকাত প্রদান করে।

তারা যদি শিরক হতে তাওবাহ করে কিন্তু সলাত কায়েম না করে ও যাকাত প্রদান না করে তবে তারা আমাদের ভাই নয়। আর যদি তারা সলাত কায়েম করে কিন্তু যাকাত না দেয় তবুও তারা আমাদের ভাই হতে পারে না। আর দ্বীনি ভ্রাতৃত্ব তখনই পুরোপুরিভাবে লোপ পায় যখন মানুষ দ্বীন থেকে সম্পূর্ণরূপে বহিস্কৃত হয়। অতএব ফাসেকীর বা ছোট কুফরীর অকৃতজ্ঞতার কারণে দ্বীনি ভ্রাতৃত্ব খতম হতে পারে না।

"হত্যার পরিবর্তে হত্যা"-র (কিসাসের) আয়াতে মহান আল্লাহ তা'আলা যা বলেছেন তা কি লক্ষ্য করেছেন? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ

অর্থ "তবে (অনুগ্রহ করে) কাউকে তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কিছুটা মাফ করা হলে সেক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত এবং সহৃদয়তার সাথে তার অনুকূলে রক্তমূল্য পরিশোধ করা উচিত।"[৫]

এখানে আল্লাহ ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকারীকে হত্যাকৃত ব্যক্তির ভাই বলে আখ্যায়িত করেছেন, অথচ ইচ্ছাকৃত ভাবে হত্যা করা কাবীরাহ গুনাহ সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় গুনাহ।

৫. সূরা আল-বাকারাহ-২:১৭৮

কারণ মহান আল্লাহর ইরশাদ হচ্ছে-

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا

অর্থ "আর যে ব্যক্তি কোন মু'মিন ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে তার শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম, তাতে সে চিরকাল থাকবে, তারই উপর আল্লাহর গযব ও অভিশাপ এবং আল্লাহ তার জন্য কঠিন শাস্তি নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।"[৬]

মু'মিনদের দুই দল যারা পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে তাদের সম্বন্ধে মহান আল্লাহ যা আলোচনা করেছেন তা কি একটু ভেবে দেখেছেন ?

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا

অর্থ "আর যদি ঈমানদারদের মধ্য হতে দুটি দল পরস্পরে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ে তবে তাদের মধ্যে সন্ধি করে দাও..... ।"[৭]

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ

অর্থ "নিশ্চয়ই মু'মিনগণ পরস্পরের ভাই। অতএব তোমাদের দুই ভাইয়ের মাঝে (বিরোধ দেখা দিলে) মীমাংসা করে দাও।"[৮]

মহান আল্লাহ উক্ত আয়াতদ্বয়ে মীমাংসাকারী দলটি ও বিরোধকারী দু'দলের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের কথা সাব্যস্ত করছেন অথচ (অন্য হাদীসের দ্বারা বুঝা যায় যে,) মু'মিনের সঙ্গে লড়াই করা কুফুরী কাজ। যেমন ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হ) ও অন্যান্য ইমামগণের বর্ণিত সহীহ হাদীসে এসেছে।

عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

অর্থ: ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন "মুসলিম ব্যক্তিকে গালিগালাজ করা ফাসেকী কাজ, আর তার বিরুদ্ধে লড়াই করা কুফরী কাজ।"[৯]

---

৬. সূরা আন নিসা- ৪:৯৩

৭. সূরা আল-হুজরাত- ৪৯:৯

৮. সূরা আল-হুজরাত- ৪৯:১০

কিন্তু এটা এমন কুফরী যা দ্বীন হতে বহিষ্কারকারী নয়। কারণ যদি প্রকৃতপক্ষে দ্বীন হতে বহিষ্কারকারী হত তবে সেই কুফরীর সাথে ঈমানী ভ্রাতৃত্ব থাকত না, অথচ উক্ত আয়াতে লড়াইয়ে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও ঈমানী ভ্রাতৃত্ব বহাল থাকা প্রমাণ করে।

এখানে উপলব্ধি করা গেল যে, সলাত ত্যাগ করা এমনই কুফরী কাজ যা সলাত ত্যাগকারীকে দ্বীন ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়, কারণ তা যদি ফাসেকী কাজ অথবা ছোট কুফরী হতো তা হলে ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব সলাত ত্যাগের জন্য খতম হয়ে যেত না, যেমন মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা ও তার বিরুদ্ধে লড়াই করলেও দ্বীনি ভ্রাতৃত্ব বিলুপ্ত হয় না ।

তবে যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, যাকাত অনাদায়ের জন্য কি কেউ কাফির হয়ে যাবে? যেমনটা সূরা তাওবার আয়াত থেকে বুঝা যায়। (তার) প্রতি উত্তরে আমরা বলতে পারি যে, যাকাত ত্যাগকারীও কাফির এটা কতিপয় বিদ্বানগণের অভিমত এবং ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) থেকে দুটি মত বর্ণিত হয়েছে তার একটি।

কিন্তু আমাদের নিকট সঠিক মত এই যে, সে কাফির হবে না। অবশ্য তার জন্য ভয়ানক শাস্তি যা মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে ও নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীসে উল্লেখ করেছেন। সেই সব হাদীস সমূহের একটি হাদীস।

যেমন- আবু হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাকাত অনাদায়কারীর শাস্তির কথা আলোচনা করতে গিয়ে হাদীসের পরিশেষে বলেছেন–

ثُمَّ يَرٰى سَبِيْلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

অর্থ: অতঃপর সে তার পথ দেখতে থাকবে জান্নাতের দিকে কিংবা জাহান্নামের দিকে। [১০]

ইমাম মুসলিম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) "بَابُ إِثْمُ مَانِعِ الزَّكَاةِ" "যাকাত অনাদায়কারীর শাস্তি" নামক পরিচ্ছেদে উক্ত হাদীসটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন এবং এই হাদীসটি প্রমাণ করে যে, "যাকাত অনাদায়কারী কাফির নয়।" কারণ সে যদি কাফির হয়ে যেত তাহলে তার জন্য জান্নাতে যাবার কোন অবকাশ থাকত না।"

---

৯. বুখারী, তাও. হা/৪৮, মুসলিম হাএ. হা/১২৪, ইফা.হা/১২৫, ইসে. হা/১২৯, সহীহ ইবনে মাজাহ, তাও. হা/৩৯৩৯, মিশকাত, হাএ. হা/৪৮১৪

১০. মুসলিম হাএ. হা/২১৮০, ইফা.হা/২১৫৯, ইসে. হা/২১৬১, আবু দাউদ, মাপ্র. হা/ ১৬৫৮

অতএব এই হাদীসটির (اَلْمَنْطُوْقُ) (বাহ্যিক অর্থ) সূরা তাওবার আয়াতের (اَلْمَفْهُوْمُ) ভাবার্থের উপর প্রাধান্য পাবে, কারণ (اَلْمَنْطُوْقُ) বাহ্যিক অর্থ (اَلْمَفْهُوْمُ) ভাবার্থের উপর প্রাধান্য দেয়া হবে। যেমন উসূলে ফিকাহ তথা ফিকহী ব্যাকরণ দ্বারা জানা যায়।

ثَانِيًا: مِنَ السُّنَّةِ দ্বিতীয়তঃ সুন্নাহ হতে দলিলঃ

قال رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : " بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ ﴿ رواه مسلم في كتاب الإيمان عن جابر بن عبد الله, عن النبي ﷺ ﴾

অর্থঃ নাবী ﷺ ইরশাদ করেন, "নিশ্চয় (মু'মিন) ব্যক্তি ও শিরক-কুফরীর মাঝে পার্থক্যকারী বিষয় হচ্ছে সলাত ত্যাগ করা।"[১১] (উক্ত হাদীসটি ইমাম মুসলিম "ঈমান" অধ্যায়ে জাবির ইবন আবদুল্লাহ হতে আর তিনি নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন।)

عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحَصِيْبِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ (اَلْعَهْدُ الَّذِىْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه

অর্থঃ আব্দুল্লাহ ইবনে বুরায়দা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন "আমাদের ও তাদের (কাফিরদের) মাঝে চুক্তি হচ্ছে সলাতের, অতএব যে ব্যক্তি সলাত ত্যাগ করল সে কুফরী করল।"[১২]

(উক্ত হাদীসটি ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ্ রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন।)

وَالْمُرَادُ بِالْكُفْرِ هُنَا: اَلْكُفْرُ اَلْمَخْرَجُ عَنِ الْمِلَّةِ

অর্থাৎ এখানে কুফরীর অর্থ হলো "এমন কুফুরী যা মানুষকে মিল্লাতে ইসলামী থেকে বহিষ্কার করে দেয়। কারণ, নাবী ﷺ সলাতকে মু'মিন ও কাফিরদের মাঝে পৃথক কারী বলে ঘোষণা করেছেন।

আর এটা সকলের নিকট সুবিদিত যে, কুফরী ইসলামী মিল্লাতের পরিপন্থী। তাই যে ব্যক্তি এই অঙ্গীকার পূর্ণ না করবে সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ سَتَكُوْنُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُوْنَ وَتُنْكِرُوْنَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِىَ وَتَابَعَ قَالُوا أَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ قَالَ « لاَ مَا صَلَّوْا ».

১১. মুসলিম, হাএ. হা/১৪৮, ইফা. হা/১৪৯, ইসে. হা/১৫৪,

১২. নাসায়ী, মাপ্র. হা/৪৬৩, সহীহ আত-তিরমিযী, মাপ্র. হা/২৬২১, সহীহ ইবনে মাজাহ, তাও.হা/১০৭৯ মিশকাত, হাএ. হা/৫৭৪

অর্থঃ উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন- অচিরেই এমন কিছু নেতা বা আমীরের আবির্ভাব ঘটবে, যাদের কতকগুলো কার্যকলাপ ভাল হবে, আবার কতকগুলো খারাপ হবে, অতএব যে ব্যক্তি তা ভাল করে জেনে নিবে সে মুক্তি পাবে। আর যে ব্যক্তি প্রতিবাদ করবে সে নিরাপত্তা পাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি তাদের কর্মনীতির উপর সন্তুষ্ট থাকবে ও তাদের অনুসরণ করবে (তারা পাপের ভাগীদার হবে)। (সাহাবাগণ) জিজ্ঞেস করলেন- আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না ? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন না, যতদিন তারা সলাত প্রতিষ্ঠা করবে।"[১৩]

সহীহ মুসলিমে আরো বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ « خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُحِبُّوْنَهُمْ وَيُحِبُّوْنَكُمْ وَيُصَلُّوْنَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّوْنَ عَلَيْهِمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُبْغِضُوْنَهُمْ وَيُبْغِضُوْنَكُمْ وَتَلْعَنُوْنَهُمْ وَيَلْعَنُوْنَكُمْ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ « لاَ مَا أَقَامُوْا فِيْكُمُ الصَّلاَةَ »

অর্থঃ আউফ বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন- "তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নেতা তাঁরাই যাদেরকে তোমরা ভালাবাসো আর তাঁরাও তোমাদেরকে ভালবাসে, তাঁরা তোমাদের জন্য দু'আ করে এবং তোমরাও তাদের জন্য দু'আ কর। আর তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট নেতা তারা যাদেরকে তোমরা ঘৃণা করো আর তারাও তোমাদের প্রতি ঘৃণা করে। তোমরা তাদের প্রতি অভিসম্পাত করো এবং তারাও তোমাদের প্রতি অভিসম্পাত করে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তাদের সাথে তলোয়ার দিয়ে যুদ্ধ করবো না ? আল্লাহর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: না, যতক্ষণ তারা তোমাদের মাঝে সলাত প্রতিষ্ঠা করতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত নয়।"[১৪]

---

১৩. মুসলিম হাএ. হা/৪৬৯৪, ইফা.হা/৪৬৪৭, ইসে. হা/৪৬৪৯, মিশকাত, হাএ. হা/৩৬৭১

১৪. মুসলিম, হাএ. হা/৪৬৯৮, ৪৬৯৯, ইফা. হা/৪৬৫১, ইসে. হা/৪৬৫৩,

পরিশেষে উল্লিখিত হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, যদি নেতাগণ সলাত কায়েম না করে তবে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা ও যুদ্ধ করা আবশ্যক। আর ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও যুদ্ধ করা জায়েয নয় যতক্ষণ তারা প্রকাশ্য কুফরীতে লিপ্ত না হয়। এই ব্যাপারে আমাদের নিকট মহান আল্লাহর তরফ হতে অকাট্য দলীল রয়েছে। কারণ এ ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : دَعَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَبَايَعْنَا وَأَخَذَ عَلَيْنَا السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ قَالَ إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيْهِ بُرْهَانٌ (متفق عليه)

অর্থ: উবাদা বিন সামিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে (ইসলামের) দাওয়াত দিলেন, অত:পর আমরা তাঁর সঙ্গে বাইআত করলাম, আমাদের সাথে যে সব ব্যাপারে বাইআত নেয়া হলো, তা হলো এই যে, আমরা আনুগত্য ও কথামত চলার বাইআত করছি, তা সুখে হোক বা দুঃখে হোক, কঠোরতা হোক বা সরলতাই হোক বা আমাদের উপর অন্যদের প্রাধান্য দেয়া হোক। আর আমরা যেন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির নিকট হতে নেতৃত্ব ছিনিয়ে না নিই। তিনি বললেন হ্যাঁ, তবে যদি তোমরা প্রকাশ্য কুফরী দেখো যে ব্যাপারে তোমাদের নিকট আল্লাহর তরফ হতে সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকে। তবে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারো।[১৫]

অতএব সলাত ত্যাগ করার ফলে তাদের নেতৃবর্গের উপর থেকে আনুগত্য উঠিয়ে নেয়া বা তাদের সাথে তরবারী নিয়ে লড়াই করাকে যেভাবে আখ্যায়িত করেছেন এর উপর নির্ভর করে সলাত ত্যাগ করা প্রকাশ্য কুফরী। **ইহাই আল্লাহর নিকট হতে আমাদের জন্য জ্বলন্ত প্রমাণ।**

কুরআন বা হাদীসে কোথাও ইহা উল্লেখ নেই যে, সলাত বর্জনকারী কাফির নয় কিংবা সে ঈমানদার। এ ব্যাপারে (অতিরিক্ত) যা কিছু পাওয়া যায় তা হচ্ছে

১৫. বুখারী, তাও. হা/৭০৫৫, ইফা. হা/৬৫৭৮, আপ্র. হা/৬৫৬৫, মুসলিম, হাএ. হা/৪৬৬৫, ইফা. হা/৪৬১৯, ইসে. হা/৪৬২০

কতিপয় দলীলসমূহ যা তাওহীদের (আল্লাহর একত্বতার) ফাযীলাত ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করে, সে তাওহীদ হচ্ছে:

شَهَادَةُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ

অর্থাৎ এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, "আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রকৃত ইলাহ নেই আর মুহাম্মাদ ﷺ হলেন আল্লাহর রাসূল।"[১৬]

আর সেই সব দলীলসমূহ হয়তো কতক শর্তাবলীর সঙ্গে সম্পৃক্ত যা সেই দলীলেই বিদ্যমান, যে শর্ত হিসাবে সলাত ত্যাগ করা সম্ভব হতে পারে না। অথবা এমন বিশেষ অবস্থার সাথে জড়িত যাতে মানুষ সলাত ত্যাগ করলে মা'যুর (অপারগ) বলে মনে করা যেতে পারে। অথবা সেই দলীলসমূহে ব্যাপকতা রয়েছে, তাকে সলাত ত্যাগকারীর কুফরীর দলীলসমূহ হচ্ছে খাস (বিশেষ অবস্থায় বলা হয়েছে) আর খাস (বিশেষ দলীল) "আমের" (ব্যাপকতাপূর্ণ দলীলের) উপর অগ্রাধিকার পাবে।

তবে যদি কোন ব্যক্তি একথা বলে যে, যে সব দলীলসমূহ সলাত ত্যাগকারীকে কাফির হওয়া প্রমাণ করে তা থেকে তাদেরকে বুঝায় যারা সলাতের অপরিহার্যতাকে অস্বীকার করে তা ত্যাগ করবে, একথা কি ঠিক নয় ?

আমরা প্রতি উত্তরে বলতে পারি যে, এটা সঠিক নয়, কারণ তাতে দু'দিক হতে ত্রুটি দেখা দিবে।

اَلْأَوَّلُ: إِلْغَاءُ الْوَصْفِ الَّذِيْ اِعْتَبَرَهُ الشَّارِعُ وَعَلَّقَ الْحُكْمَ بِهِ

প্রথমতঃ সেই গুণকে উপেক্ষা করা যার উপর বিধান রচনাকারী গুরুত্ব দিয়েছেন, এবং তার সাথে বিধান সংশ্লিষ্ট করেছেন।

কারণ বিধান রচনাকারী সলাত ত্যাগ করাকেই কুফরী বলে বিবেচনা করেছেন, সলাত অস্বীকার শর্ত নয়।

আর সলাত প্রতিষ্ঠার উপর ধর্মীয় ভ্রাতৃত্বের স্থাপন হয়, সলাতের ফরয হওয়ার অঙ্গীকারের উপর নয়। তাই আল্লাহ একথা বলেন নাই, তারা যদি তাওবাহ করে ও সলাত ফরয (অপরিহার্য) হওয়ার অঙ্গীকার করে। আর নাবী ﷺ একথা বলেননি যে মানুষ ও শিরক-কুফরীর মধ্যে পৃথককারী হচ্ছে সলাতের ফরয হওয়াকে অস্বীকার করা।

---

১৬. আবু দাউদ, মাপ্র. হা/৩৬৯২, সহীহ আত-তিরমিযী, মাপ্র. হা/২৬০৯

অথবা একথাও বলেননি যে আমাদের ও তাদের (কাফিরদের) মধ্যে চুক্তি হচ্ছে সলাতের অপরিহার্যতাকে স্বীকার করা। অতএব, যে ব্যক্তি সলাতের অপরিহার্যতাকে অস্বীকার করবে সে কাফির হয়ে যাবে।

আর যদি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উদ্দেশ্য তাই হতো তাহলে সেটা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য (অর্থ) নেয়া কুরআনের বর্ণিত আয়াতের পরিপন্থী হতো। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ

অর্থ: "আর আমরা তোমার প্রতি এই কিতাব (কুরআন) নাযিল করেছি যা প্রত্যেকটি বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনা দানকারী।"[১৭]

আল্লাহ তা'আলা তাঁর স্বীয় নাবী ﷺ কে সম্বোধন করে বলেন-

أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

অর্থ:"আমি তোমার নিকট যিকর (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি যাতে মানুষের জন্য যা কিছু অবতীর্ণ করা হয়েছে সেগুলো যেনো তুমি বর্ণনা করে দাও।[১৮]

اَلثَّانِيْ: اِعْتِبَارُ وَصْفٍ لَمْ يَجْعَلْهُ الشَّارِعُ مَنَاطًا لِلْحُكْمِ

দ্বিতীয়তঃ এমন এক গুণের প্রতি লক্ষ্য রাখা যার উপর বিধান রচনাকারী কোন বিধানের ভিত্তি রাখেন নাই।

পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের অপরিহার্যতাকে অস্বীকার করা সেই ব্যক্তির কুফরীর কারণ যে তা ফরয হওয়া থেকে অজ্ঞাত নয়, সেই ব্যক্তি সলাত পড়ুক আর নাই পড়ুক। অতএব, যদি কোন ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত সলাত পড়ে, এবং সলাতের সমস্ত শর্তাবলী, আরকানসমূহ, ওয়াজিব ও মুস্তাহাবসমূহ প্রতিষ্ঠিত করে, কিন্তু তার ফরয হওয়াকে বিনা কারণে অস্বীকার করে তবে সে কাফির বলে বিবেচিত হবে অথচ সে সলাত ত্যাগ করেনি। (এখানে) এটা থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, এই সমস্ত দলীলকে কেবল সেই ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য, যে ব্যক্তি সলাতের অপরিহার্যতাকে অস্বীকার করে তা বর্জন করে, একথা ঠিক নয়।

---

১৭. সূরা আন-নাহাল-১৬:৮৯

১৮. সূরা আন-নাহাল-১৬:৪৪

বরং সঠিক কথা এই যে, সলাত ত্যাগকারী কাফির, যে কুফরী ইসলাম হতে বহিষ্কার করে দেয়। যেমনটি ইবনে আবী হাতিম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) স্বীয় সুনানে বর্ণনা করেন-

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَوْصَانَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: "لَا تُشْرِكُوْا بِاللهِ شَيْئًا وَّلَا تَتْرُكُوا الصَّلَاةَ عَمَدًا فَمَنْ تَرَكَهَا عَمَدًا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ "

অর্থ: "উবাদা বিন সামিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে অসীয়ত করেন, আল্লাহর সাথে কোন বস্তুকে অংশীদার স্থাপন করো না এবং ইচ্ছাকৃতভাবে সলাত ত্যাগ করো না, কারণ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে সলাত পরিত্যাগ করলো সে মিল্লাতে ইসলাম থেকে বহিষ্কার হয়ে গেল।"[১৯]

যদিও আমরা উক্ত হাদীসগুলোকে অস্বীকারবশতঃ সলাত পরিত্যাগের অর্থে ব্যবহার করি, তাহলে বিশেষভাবে সলাতকেই উল্লেখ করার কোনই অর্থ থাকে না, কারণ এই হুকুম (বিধান) যাকাত, সিয়াম ও হাজ্জ সবকে শামিল করে, তাই যে ব্যক্তি উপরোক্ত জিনিসের কোন একটিকে তার ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে ত্যাগ করবে সে ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে, যদি সে তার বিধান হতে অজ্ঞ না থাকে।

আর যেমন সলাত ত্যাগকারীর কুফরী কুরআন ও হাদীসের দলীল সম্মত, তেমনি জ্ঞান ও যুক্তিসম্মত।

সলাত ত্যাগ করে কি করে কোন ব্যক্তির ঈমান থাকতে পারে ? যে সলাত হচ্ছে দ্বীনের খুঁটি। আর যার ফাযীলাত ও মাহাত্ম্য বর্ণনা এমনভাবে হয়েছে যাতে প্রত্যেক জ্ঞানী মু'মিন ব্যক্তি তা প্রতিষ্ঠার জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে অগ্রসর হবে। আর সেই সলাত ত্যাগের উপর এমন শাস্তি বর্ণিত হয়েছে যাতে প্রত্যেক জ্ঞানী মু'মিন তা বিনষ্ট ও ত্যাগ করা হতে বিরত থাকবে। এতদসত্ত্বেও সলাত ত্যাগকারীর ঈমান থাকতে পারে না।

---

১৯. কিতাবুল ঈমান মিন ফাতহুল বারী, মাশা. ৫/৮২ পৃ. জামিউল উলুম ওয়াল হুকুম লি ইবনি রজব আল-হাম্বলী, ৫/৩, মাজমাউয যাওয়াইদ,৪/২১৬, হা/৫৯৯১, সিলসিলা আহাদীসুস যঈফা ওয়াল মাউযূআহ, মাশা. ১২/৯৮০, যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/৭৮

তবে কেউ যদি একথা বলে যে, সলাত ত্যাগকারীর ক্ষেত্রে কুফরীর অর্থ অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা কি হতে পারে না ? কুফর (মিল্লাত নয়) যা ইসলাম হতে বহিষ্কার করে দেয়। অথবা তার অর্থ বৃহত্তর কুফরী নয় বরং ক্ষুদ্রতর কুফরী ? অতএব এটা ঠিক তেমনি যেমন অন্য হাদীসে নাবী ﷺ বলেন:

"عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ "اِثْنَتَانِ بِالنَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرُ الطَّعْنِ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ" رَوَاهُ مُسلم.

অর্থ: আবু হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত রাসূল ﷺ বলেন, 'মানুষের দুটি আচরণ কুফরির অন্তর্গত যা হচ্ছে: কারও বংশের প্রতি কটুক্তি করা এবং মৃত ব্যক্তির জন্য নুহা (উচ্চ:স্বরে কাঁদা)'।[২০]

যেমন নাবী ﷺ বলেন-

"سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ"

অর্থ: কোন মুসলিমকে গালিগালাজ ফাসেকী কাজ এবং মুসলিম ব্যক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করা কুফরী কাজ।[২১] আরও এ ধরণের হাদীস রয়েছে।

(তার) উত্তরে আমরা বলবো যে, এই সলাত ত্যাগের কুফরীকে উপরোক্ত কাজের ধারণা করা কয়েকটি কারণে ঠিক নয়।

প্রথমত: নাবী ﷺ সলাতকে কুফর ও ঈমানের মাঝে এবং মু'মিন ও কাফিরদের মাঝে পৃথককারী সীমা নির্ধারিত করেছেন। আর সীমা তার অন্তর্ভুক্ত এলাকাকে অন্যান্য ক্ষেত্র হতে পৃথক করে, কারণ দুটি ক্ষেত্র একে অপরের পরিপন্থী। তাই একে অপরের মধ্যে অন্তর্নিহিত হতে পারে না।

দ্বিতীয়ত: সলাত হচ্ছে ইসলামের রুকন (স্তম্ভ) সমূহের একটি রুকন, কাজেই উহার পরিত্যাগকারীকে যখন কাফির বলা হয়েছে, তখন সেই কুফরী এমনই বিষয় হবে যা ইসলাম হতে বহিষ্কার করে দেয়। কারণ সে ব্যক্তি ইসলামের রুকনসমূহের একটি রুকনকে ধ্বংস করলো। কিন্তু তাদের ব্যাপারটা ভিন্ন, যারা কুফরীর কোন কাজ করে ফেললো।

---

২০. মুসলিম, হাএ. হা/১৩০, ইফা. হা/১৩১, ইসে. হা/১৩৫

২১. বুখারী, তাও. হা/৪৮, মুসলিম, হাএ. হা/১২৪, ইফা. হা/১২৫, ইসে. হা/১২৯, সহীহ ইবনে মাজাহ, তাও. হা/৩৯৩৯, মিশকাত, হাএ. হা/৪৮১৪

তৃতীয়তঃ এ ব্যাপারে অনেক দলীল রয়েছে যা হতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, সলাত বর্জনকারী এমন কাফির যা ইসলাম হতে বহিষ্কার করে দেয়। তাই কুফরীর সেই অর্থই নেওয়া আবশ্যক যা দলীল সমূহ প্রমাণ করে যেনো এই সমস্ত দলীল একে অপরের অনুকূল হয়ে যায়।

চতুর্থতঃ (এখানে) কুফরের ব্যবহারের (দলীলসমূহ) বিভিন্নতা দেখা যায়। তাই সলাত ত্যাগের ব্যাপারে নাবী ﷺ বলেছেন:

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

অর্থ: 'একজন (মু'মিন) ব্যক্তি এবং শিরক-কুফরীর মাঝে পার্থক্য হলো সলাত'।[২২]

এখানে (الكفر) 'আল-কুফর' শব্দটি (ال) (আলিফ লাম) এর সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে যা প্রমাণ করে যে কুফরের অর্থ হচ্ছে প্রকৃত কুফরী। কিন্তু (كفر) (আলিম লাম) ব্যতীত দ্বারা অথবা (كَفَرَ) 'কাফারা' কর্মসূচক বাক্যের দ্বারা যা বুঝা যায় সেই কর্ম হচ্ছে কুফরীর অন্তর্গত, অথবা সে ব্যক্তি এই কাজে কুফরী করলো মাত্র কিন্তু সেই কুফরী তাকে ইসলাম হতে বহিষ্কার করে না।

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ اِبْنُ تَيْمِيَةَ فِيْ كِتَابِ "اِقْتِضَاءُ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ্ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) স্বীয় কিতাব (ইকতিযাও সিরাতুল মুস্তাকিমে, ৭ পৃষ্ঠায়, ছাপা সুন্নাতে মুহাম্মাদীয়া) এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন-

عَلَى قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اِثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ"

রাসূল ﷺ এর বাণী "মানুষের মাঝে দুটি বস্তু হচ্ছে কুফরের অন্তর্ভূক্ত।" তিনি বলেন, এখানে কুফরীর অর্থ (উভয় কাজ দুটিই হচ্ছে কুফরী) যা মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, যে কোন ব্যক্তির মধ্যে কুফরীর কোন শাখা পাওয়া যাবে সে সম্পূর্ণরুপে কাফির হয়ে যাবে। যেমনটি একথা যে, যে কোন ব্যক্তির মধ্যে ঈমানের কোন একটি শাখা পাওয়া গেলেই সে মু'মিন হতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্যে মুল ঈমান না আসবে। তাই (ال) দ্বারা যে কুফর ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন রাসূল ﷺ -এর উক্তি :

২২. মুসলিম হাএ. হা/১৪৮, ১৪৯ ইফা. হা/১৪৯,১৫০ ইসে. হা/১৫৪, ১৫৫

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

অর্থ: 'একজন (মু'মিন) ব্যক্তি এবং শিরক-কুফরীর মাঝে পার্থক্য হলো সলাত'।'[২৩] আর যে হ্যাঁ সূচক বাক্যে (ال) আলিফ লাম ব্যতীত ব্যবহৃত হয়েছে দুটোর মাঝে অনেক তফাৎ রয়েছে।

সুতরাং উপরোক্ত দলীলসমূহ দ্বারা একথা পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, শরীয়তী কোন কারণ ব্যতীত সলাত ত্যাগকারী কাফির, সেই কুফরীতে নিমজ্জিত যা ইসলাম থেকে বহিষ্কার করে দেয়। তাহলে সেই মতই সঠিক যা ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) অবলম্বন করেছেন। আর এটাই হচ্ছে ইমাম শাফেয়ী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর দুটি উক্তির অন্যতম একটি মত। যা আল্লামা ইবনু কাসীর (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এই আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করেছেন-

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ

অর্থ: "অতঃপর তাদের পর (তাদের অপদার্থ) বংশধররা এলো, তারা সলাতকে বিনষ্ট করল এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করলো।"[২৪]

আর ইবনুল কাইয়্যিম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) নিজ কিতাব "আস্-সলাত"- একথা উল্লেখ করেছেন যে, এটা হচ্ছে ইমাম শাফেয়ীর দুটি মতের অন্যতম একটি। এবং ইমাম তাহাবী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) স্বয়ং ইমাম শাফেয়ী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) হতে নকল করেছেন।

وَعَلَى هذَا الْقَوْلِ جَمْهُوْرِ الصَّحَابَةِ

অধিকাংশ সাহাবাগণ এই মতের উপর অটল ছিলেন। বরং অনেকে এ ব্যাপারে সাহাবাগণের ইজমা (ঐক্যমত্য) এর কথা উল্লেখ করেছেন, তাদের সকলের মতে সলাত ত্যাগকারী কাফির।

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنِ شَقِيْقٍ: "كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِّنَ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ" . رواه الترمذي والحاكم وصححه على شرطهما (رواه الترمذي ، كتاب الأيمان ، باب ما جاء في ترك الصلاة ، رقم ٢٦٢٢ والحاكم ١/٧)

অর্থ: আব্দুল্লাহ বিন শাকীক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবাগণ সলাত ব্যতীত অন্য কোন আমল ত্যাগ করাকে কুফরী মনে করতেন না। (শুধু সলাত

২৩. মুসলিম, হাএ. হা/১৪৮, ১৪৯ ইফা. হা/১৪৯, ১৫০ ইসে. হা/১৫৪, ১৫৫
২৪. মারইয়াম-১৯:৫৯

পরিত্যাগ করাকে কুফরী মনে করতেন)।[২৫] (এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী ও ইমাম মুস্তাদরাক লিল হাকিম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম হাকিম এটাকে বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ বলেছেন।)

وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ الْإِمَامُ الْمَعْرُوْفُ: "صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ كَافِرٌ وَكَذَلِكَ كَانَ رَأْيُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ لَّدُنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ عَمَدًا مِّنْ غَيْرِ عُذْرٍ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتَهَا كَافِرٌ". وَذَكَرَ اِبْنُ حَزْمٍ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ عَنْ عُمَرَ وَعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِمْ مِّنَ الصَّحَابَةِ قَالَ: "وَلَا نَعْلَمُ لِهَؤُلَاءِ مُخَالِفًا مِنَ الصَّحَابَةِ"

অর্থ: প্রখ্যাত ইমাম ইসহাক বিন রাহ্ওয়াহ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন: নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, সলাত ত্যাগকারী কাফির। আর এটাই হচ্ছে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত আলেমগণের মত যে ইচ্ছাকৃতভাবে সলাত ত্যাগকারী কোন কারণ ব্যতীত সলাতের ওয়াক্ত অতিক্রম করে দিলে সে কাফির। ইমাম ইবনে হাযম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) উল্লেখ করেন যে, (সলাত ত্যাগকারী কাফির) একথা উমার ফারুক, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ, মু'আয বিন জাবাল, আবু হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) প্রমুখ সাহাবাগণ হতে বর্ণিত হয়েছে। অত:পর তিনি আরো বলেন যে, উপরোক্ত সাহাবা কেরামগণের মধ্যে কেউ মতবিরোধ করেছেন । (একথা আল্লামা মুনযেরী স্বীয় কিতাব "আত-তারগীব ওয়াত তারহীবে" (الترغيب و الترهيب) নকল করেছেন)।[২৬]

তিনি আরও কতিপয় সাহাবাগণের নাম উল্লেখ করেন। যেমন আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, জাবির বিন আব্দুল্লাহ এবং আবু দারদা (রাযিআল্লাহু আনহুম)।

উপরোক্ত সাহাবাগণ ব্যতীত অন্যদের মধ্যে হলেন: ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ইসহাক বিন রাহ্ওয়াহ, আব্দুল্লাহ বিন মুবারক নাখয়ী, হাকাম বিন উতাইবা, আইউব সিখতিয়ানী, আবু দাউদ ত্বায়ালিসী, আবূ বাকার বিন আবী শাইবাহ ও যুহাইর বিন হারব (রহিমাহুল্লাহ আনহুম) প্রমুখ।

২৫. সহীহ আত-তিরমিযী, মাপ্র. হা/২৬২২, মিশকাত, হাএ. হা/৫৭৯
২৬. আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/৪৪৫-৪৪৬

যদি কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করে যে, সে সব দলীলসমূহের কি জবাব দেয়া যাবে ? যা সেই দলের লোকেরা পেশ করে থাকে যাদের মত এই যে, সলাত ত্যাগকারী কাফির নয়।

তার উত্তরে আমরা বলবো যে, (তারা যেসব দলীল পেশ করে থাকে) তাতে কোথাও একথা নেই যে, সলাত ত্যাগকারী কাফির হয় না, অথবা সে মু'মিন হয়ে থাকবে অথবা সে জাহান্নামে যাবে না কিংবা সে জান্নাত লাভ করবে, অথবা অনুরূপ কিছু।

আর যে ব্যক্তি এসব দলীলসমূহ গভীরভাবে চিন্তা ও গবেষণা করবে সে সমস্ত দলীলসমূহকে পাঁচ ধরণের পাবে, তন্মধ্যে কোন একটিও সে সব দলীল ও প্রমাণের পরিপন্থী নয় যা প্রমাণ করে যে, **সলাত ত্যাগকারী হচ্ছে কাফির**।

তাদের দলীলের বিশ্লেষণ (যারা বলে সলাত ত্যাগকারী কাফির নয়)*

اَلْقِسْمُ الْأَوَّلُ: أَحَادِيْثُ ضَعِيْفَةٌ غَيْرُ صَرِيْحَةٍ حَاوَلَ مَوْرِدُهَا أَنْ يَّتَعَلَّقَ بِهَا وَلَمْ يَأْتِ بَطَائِلٌ

প্রথম প্রকারঃ কতিপয় দুর্বল ও অস্পষ্ট হাদীস দ্বারা তারা নিজ মতকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তা কোন ফলদায়ক নয়।

اَلْقِسْمُ الثَّانِيْ: مَا لَا دَلِيْلَ فِيْهِ أَصْلًا لِلْمَسْأَلَةِ

দ্বিতীয় প্রকারঃ এমন দলীল যার সঙ্গে প্রকৃত মাসআলার কোন সম্পর্ক নেই। যেমন কেউ কেউ এই আয়াত পেশ করে থাকেন-

إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ

"নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। এর চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অন্যান্য গুনাহ যাকে ইচ্ছে তিনি ক্ষমা করেন।"[২৭]

(ما دون ذلك) এর অর্থ হল, শিরক থেকে ছোট গুনাহ। তার অর্থ এই নয় যে, "শিরক ব্যতীত"। এই অর্থের সপক্ষে দলীল এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ যা সংবাদ দিয়েছেন তাকে মিথ্যা মনে করবে সে ব্যক্তি কাফির এবং এমনই কুফরী করল যে, যার কোন ক্ষমা নেই, অথচ তার এই গুনাহ শিরকের অন্তর্ভূক্ত নয়।

২৭. সূরা আন-নিসা-৪:৪৮

আর একথা যদি মেনে নেয়া যায় যে, (ما دون ذلك) এর অর্থ শিরক ব্যতীত অন্যান্য গুনাহ হলে এটা হবে ব্যাপক অর্থপূর্ণ যা সে সব দলীল দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে যা কুফরী প্রমাণ করে সেই শিরক ও কুফরী ব্যতীত যা ইসলাম থেকে বহিষ্কার করে দেয়, সেই কুফরী এমন গুনাহের অন্তর্ভূক্ত যা ক্ষমাহীন, যদিও তা শিরক নয়।

اَلْقِسْمُ الثَّالِثُ: عَامٌّ مَخْصُوْصٌ بِالْأَحَادِيْثِ الدَّالَّةِ عَلَى كُفْرِ تَارِكِ الصَّلَاةِ

তৃতীয় প্রকার: যে সমস্ত দলীল সমূহ সাধারণ অর্থ বহন করে তাকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে ঐ সমস্ত হাদীস দ্বারা যাহা প্রমাণ করে যে সলাত ত্যাগকারী কাফির। যেমন- নাবী ﷺ এর হাদীস-

مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ....مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاّ الله وَأَنّ مُحَمّدا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلاّ حَرّمَهُ الله عَلَى النّارِ(رواه البخاري، كتاب العلم، باب من خص بالعلم قوما دون قوم، رقم ١٢٨ ومسلم، كتاب الأيمان، باب من لقي الله بالأيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة، رقم ٣٣)

অর্থ: মু'আয বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, যে কোন বান্দা সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত ইবাদাতের যোগ্য কোন প্রকৃত সত্ত্বা নেই, আর মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, তবে আল্লাহ তাকে (উক্ত বান্দাকে) জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিবেন।[২৮]

এই হাদীসের বিভিন্ন শব্দ যা এসেছে তার মধ্যে এটা অন্যতম। আর এই ধরণের হাদীস বর্ণিত হয়েছে আবু হুরায়রাহ, উবাদা বিন সামিত এবং ইতবান বিন মালিক হতে (রাযিআল্লাহু আনহুম)।

اَلْقِسْمُ الرَّابِعُ: عَامٌّ مُقَيَّدٌ بِمَا لَا يُمْكِنُ مَعَهُ تَرْكُ الصَّلَاةِ

চতুর্থ প্রকার: এমন আম (ব্যাপক অর্থবাহী) যা এমন বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যার সাথে সলাত ত্যাগ করা সম্ভব নয়। যে সমস্ত দলীলসমূহ সাধারণ অর্থ বহন করে উহাকে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে এমন দলীল দিয়ে যেমন ইতবান বিন মালিক (রহমাতুল্লাহি আলায়হ) হতে বর্ণিত হাদীসে নাবী ﷺ বলেন-

عتبان بن مالك: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ "

২৮. বুখারী, তাও. হা/১২৮, মুসলিম হাএ. হা/৫৪, ইফা.হা/৫৫, ইসে. হা/৫৬,

অর্থ: "যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (لَاإِلَهَ اِلَّا اللهُ) বলে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন।"[২৯]

মু'আয (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে, নাবী ﷺ বলেন-

"مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ"

অর্থ:"যে ব্যক্তি অন্তর থেকে নিষ্ঠার সঙ্গে একথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রকৃত ইলাহ (সত্য মা'বুদ) নেই আর মুহাম্মাদ ﷺ হচ্ছেন আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তাকে জাহান্নামের প্রতি হারাম করে দিবেন।"[৩০]

এই দুটি সাক্ষ্যতে ইখলাস (আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠতা) ও অন্তরের সততার শর্তারোপ করা হয়েছে, যা তাকে সলাত ত্যাগ হতে বিরত রাখতে পারে।

কারণ যে ব্যক্তি সততা ও একনিষ্ঠতার সঙ্গে এই সাক্ষ্য দেবে তার সততা ও একনিষ্ঠতা অবশ্যই তাকে সলাত পড়তে বাধ্য করবে। আর এটা আবশ্যক, কারণ সলাত হচ্ছে ইসলামের স্তম্ভ, আর তা হচ্ছে বান্দা ও তার প্রভুর মাঝে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম। তাই যদি সে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে সৎ হয় তবে অবশ্যই সেই কাজ করবে যা তার সন্তুষ্টি পর্যন্ত পৌঁছায়। আর এমন কাজ থেকে বিরত থাকবে যে কাজ তার এবং তার প্রভুর মাঝে সম্পর্কে অন্তরায় সৃষ্টি করে।

অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদান করল যে আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ (সত্য মা'বুদ) নেই আর মুহাম্মাদ ﷺ হলেন আল্লাহ প্রেরিত রাসূল। তার এই সততা ও একনিষ্ঠতা অবশ্যই তাকে সলাত প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য করবে (আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ হয়ে) এবং আল্লাহর রাসূলের ﷺ অনুসারী হয়ে যাবে। কারণ, এসব হচ্ছে সেই সত্য সাক্ষ্যের আবশ্যক তার অন্তর্গত।

পঞ্চম প্রকার: সেই সব দলীলসমূহ যা এমন অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট যে অবস্থায় সলাত ত্যাগ করার ওযর-আপত্তি গ্রহণযোগ্য। যেমন সেই হাদীস যা

২৯. বুখারী, তাও. হা/৫৪০১,
৩০. বুখারী, তাও. হা/১২৮, মিশকাত হা/১২৯

ইমাম ইবনে মাজাহ (রহমাতুল্লাহি আলায়হ) হুযায়ফা বিন ইয়ামান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন-

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْرُسُ الْإِسْلَامُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْيُ الثَّوْبِ حَتَّى لَا يُدْرَى مَا صِيَامٌ وَلَا صَلَاةٌ وَلَا نُسُكٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنْ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ يَقُولُونَ أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَنَحْنُ نَقُولُهَا فَقَالَ لَهُ صِلَةُ مَا تُغْنِي عَنْهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَهُمْ لَا يَدْرُونَ مَا صَلَاةٌ وَلَا صِيَامٌ وَلَا نُسُكٌ وَلَا صَدَقَةٌ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حُذَيْفَةُ ثُمَّ رَدَّهَا عَلَيْهِ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ حُذَيْفَةُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فِي الثَّالِثَةِ فَقَالَ يَا صِلَةُ تُنْجِيهِمْ مِنْ النَّارِ ثَلَاثًا

অর্থ: হুযায়ফাহ ইবনুল ইয়ামান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ইসলাম পুরাতন হয়ে যাবে, যেমন কাপড়ের উপরের কারুকার্য পুরাতন হয়ে যায়। শেষে এমন অবস্থা হবে যে, কেউ জানবে না, সিয়াম কি সলাত কি, কুরবানী কি, যাকাত কি? এক রাতে পৃথিবী থেকে মহান আল্লাহর কিতাব বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং একটি আয়াতও অবশিষ্ট থাকবে না। মানুষের (মুসলমানদের) কতক দল অবশিষ্ট থাকবে। তাদের বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা বলবে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই)-এর অনুসারী দেখতে পেয়েছি। সুতরাং আমরাও সেই বাক্য বলতে থাকবো। (তাবিঈ) সিলা হুযায়ফা কে বললেন, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" বলায় তাদের কি উপকার হবে? অথচ তারা জানে না সলাত কী, সিয়াম কী, হাজ্জ কী, কুরবানী কী এবং যাকাত কী? সিলা বিন যুফার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনবার কথাটির পুনরাবৃত্তি করলে তিনি প্রতিবার তার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেন। তৃতীয় বারের পর তিনি তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন, হে সিলা! এই কালেমা তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবে, কথাটি তিনি তিনবার বলেন।[৩১]

৩১. ইবনে মাজাহ, তাও. হা/৪০৪৯

অতএব সে সব মানুষ যাদেরকে এই কালিমা জাহান্নাম হতে মুক্তি দিল। তারা ইসলামের বিধানসমূহ ত্যাগের ব্যাপারে নির্দোষ ছিল, কারণ তারা এ বিষয়ে অজ্ঞাত ছিল। কাজেই তারা যতটা পালন করেছে ততটাই তাদের শেষ সামর্থ্য ছিলো। তাদের অবস্থা সেই লোকদের মত যারা ইসলামের বিধান নিষেধ নির্ধারিত হওয়ার পূর্বেই মারা গিয়েছে। অথবা তাদের মত যারা বিধান বাস্তবায়নের শক্তি অর্জনের পূর্বেই মারা গিয়েছে, যেমন কি সেই ব্যক্তি যে তাওহীদ (একত্ববাদের) কালিমার সাক্ষ্য দেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিধি-বিধান বাস্তবায়ন করার সক্ষমতা অর্জনের পূর্বেই মারা গিয়েছে। অথবা দারুল কুফর (কাফেরের দেশে) ইসলাম গ্রহণ করল, অতঃপর ইসলামী (শরীয়তী) বিধি-বিধানের জ্ঞান লাভের সুযোগ পাওয়ার পূর্বেই মারা গেল।

মোদ্দা কথা এই যে, যারা সলাত ত্যাগকারীকে কাফির মনে করে না তারা যে সব দলীল পেশ করে থাকে তা সে সব দলীলের তুলনায় দুর্বল যা সলাত ত্যাগকারীকে কাফির বলে প্রমাণ করে। কারণ, (যারা কাফির না মনে করে) তারা যে সব দলীল পেশ করে থাকে সেগুলি যইফ-দুর্বল ও অস্পষ্ট, অথবা যাতে মোটেই তার প্রমাণ নেই। অথবা এমন এমন গুণের সাথে সম্পৃক্ত যার বর্তমানে সলাত ত্যাগ করা সম্ভব নয়, অথবা এমন অবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাতে সলাত ত্যাগের ওযর গ্রহণযোগ্য। কিংবা হয়ত সেই দলীলসমূহ "আম" (ব্যাপক অর্থবাহী) যা সলাত ত্যাগকারীর কুফরীর দলীলসমূহ দ্বারা খাস (বিশেষায়িত) করা হয়েছে।

অতএব যখন "সলাত ত্যাগকারী কুফরী" এমন বলিষ্ঠ দলীল দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল যে, যে দলীলের বিরুদ্ধে তার সমতুল্য কোন দলীল নেই, তাহলে তার উপর কুফরী ও মুরতাদ হওয়ার বিধান অবশ্যই প্রযোজ্য হবে। কারণ বিধান সঙ্গত কারণেই তার সাথে ইতিবাচক ও নেতিবাচকভাবে সংশ্লিষ্ট। অর্থ্যাৎ সেই বিধানের কারণ পাওয়া গেলে তা প্রযোজ্য হবে, আর যদি কারণ না পাওয়া যায় তবে তার বিধান প্রযোজ্য হবে না।

“দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ”

সলাত ত্যাগের কারণে অথবা অন্য কোনো কারণে মুরতাদ (ইসলাম বিমুখ) হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে প্রযোজ্য বিধানাবলী:

মুরতাদ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কতিপয় ইহলৌকিক ও পরলৌকিক বিধান প্রযোজ্য হয়ে থাকে।

প্রথমত: পার্থিব বিধানসমূহ:

১. তার বেলায়াত (অভিভাবকত্ব) শেষ হয়ে যাওয়া:

তাই তাকে এমন কোনো কাজে ওলী (অভিভাবক) বানানো বৈধ নয়, যাতে ইসলাম বেলায়াত (অভিভাবকত্বের) শর্তারোপ করেছে। অতএব এর উপর ভিত্তি করে তাকে নিজ অযোগ্য সন্তান ও অন্যান্যদের উপর ওলী (অভিভাবক) নিযুক্ত করা বৈধ হবে না। এবং তার তত্ত্বাবধানে তার যেসব মেয়েরা বা অন্য কেউ রয়েছে, তাদের কাউকে বিয়ে দিতেও পারবে না। আর আমাদের ফুকাহা (ইসলামী শিক্ষা বিশারদগণ) তাঁদের সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত কিতাবে পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন: “ওলীর (অভিভাবকের) শর্ত হচ্ছে মুসলমান হওয়া যখন সে কোন মুসলিম মেয়ের বিয়ে দিবে।” আর তাঁরা আরও বলেন যে,

"لَا وِلَايَةَ لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمَةٍ"

“মুসলিম মেয়ের উপর কোন কাফির ব্যক্তির বেলায়ত (অভিভাবকত্ব) চলবে না।”

وَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَا نِكَاحَ اِلاَّ بِوَلِيٍ مُّرْشِدٍ

অর্থ: ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: “যোগ্য ওলী ব্যতীত কোনো বিবাহ বৈধ নয়।” আর সবচেয়ে বড় যোগ্যতা হচ্ছে ইসলাম ধর্মাবলম্বন; আর নিকৃষ্টতম মূর্খতা ও অযোগ্যতা হচ্ছে কুফরী করা ও ইসলাম হতে বিমূখ হওয়া।
আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ

অর্থ: “যে নিজেকে মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতায় নিমজ্জিত করেছে, সে ব্যতীত আর কেউ ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এর মিল্লাত হতে বিমুখ হবে না”। [৩২]

৩২.সূরা আল-বাকারা-২: ১৩০

২. তার আত্মীয়দের মীরাস (উত্তরাধিকার) হতে বঞ্চিত হয়ে যাবে:

কারণ, কাফির মুসলমানের ওয়ারিস হতে পারে না, আর মুসলিম কাফিরের মালের ওয়ারিস হতে পারে না।

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه البخاري ومسلم وغيرهما)

উসামা বিন যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "মুসলিম কাফিরের ওয়ারিস হবে না এবং কাফিরও মুসলিমের ওয়ারিস হবে না।"[৩৩]

৩. মক্কা ও তার হারামকৃত এলাকায় প্রবেশ করা হারাম (নিষিদ্ধ):

কারণ, আল্লাহ বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا

অর্থ:"হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মুশরিকরা অপবিত্র; কাজেই এ বছরের পর তারা যেন মাসজিদুল হারামের ধারে-কাছে না আসে।"[৩৪]

৪. গৃহপালিত জন্তু উক্ত ব্যক্তি দ্বারা যবেহ করা হলে তা হারাম:

গৃহপালিত জন্তু: উষ্ট, গাভী-গরু ও ছাগল ইত্যাদি যা হালাল করার জন্য যবেহ করা শর্ত রয়েছে। কারণ, যবেহ করার শর্তাবলীর একটি এই যে, যবেহকারীকে মুসলিম অথবা কিতাবী (ইহুদী বা নাসারা) হতে হবে। কিন্তু মুরতাদ, পৌত্তলিক, অগ্নিপূজক ও এই ধরণের অন্য কেউ যা যবেহ করবে তা হালাল হবে না।

তাফসীরকারক খাযিন (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) স্বীয় তাফসীরে বলেন: "উলামাগণ এ ব্যাপারে একমত যে, মাজুসীর (অগ্নিপূজকের) এবং সমস্ত বহুত্ববাদীদের সে আরবের মুশরিকরা হোক কিংবা মূর্তিপূজকরা হোক এবং যাদের কোন কিতাব দেয়া হয় নি তাদের যবেহকৃত সমস্ত জন্তু হারাম।"

আর ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন:

"لَاأَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِخِلَافِهِ إِلَّاأَنْ يَكُوْنَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ"

অর্থাৎ "আমি জানি না যে, এর বিপক্ষে কেউ কোন মত পোষণ করেছে, তবে হ্যাঁ, সে যদি বিদআতী হয় তবে বলতে পারে।"

---

৩৩. বুখারী তাও. হা/৬৭৬৪, আপ্র. হা/২১৯৬, ইফা. হা/৬৩০৮, মুসলিম হাএ. পর্ব ২৩, হা/১৬১৪, মুসনাদে আহমাদ, মাশা. হা/২১৮০৬

৩৪. সূরা আত-তাওবাহ-৯:২৮

৫. সলাত ত্যাগকারীর জন্য মৃত্যুর পরে তারা জানাযা পড়া হারাম ও তার জন্য মাগফিরাত (গুনাহ মাফের) ও রহমতের (আল্লাহর দয়া ও করুণার) দু'আ করা হারামঃ কারণ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَاتُوْا وَهُمْ فَاسِقُوْنَ

অর্থ: "আর তাদের মধ্যে কারো মৃত্যু হলে আপনি কখনো তার জন্য জানাযার সলাত পড়বেন না এবং তার কবরের পাশে দাঁড়াবেন না; তারা তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছিল এবং ফাসিক অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়েছে।"[৩৫]

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন-

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْا أُوْلِيْ قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيْمِ - وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيْمَ لِأَبِيْهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَّعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيْمٌ

অর্থ: "আত্মীয়-স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নাবী ও যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য সংগত নয় যখন এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, নিশ্চিতই তারা জাহান্নামে যাওয়ার উপযুক্ত। ইবরাহীম তাঁর পিতার জন্য যে মাগফিরাতের দু'আ করেছিলেন তা ছিল সেই ওয়াদার কারণে যা তিনি তার পিতার নিকট করেছিলেন। কিন্তু যখন তার নিকট সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, তাঁর পিতা আল্লাহর দুশমন তখন তিনি তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। (সত্য কথা এই যে) ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) ছিলেন বড়ই কোমল হৃদয় ও পরম ধৈর্যশীল।"[৩৬]

আর যে ব্যক্তি কুফরীর উপর মৃত্যুবরণ করল, তার সেই কুফরী যে কোন কারণেই হোক না কেন তার জন্য কোন মানুষের মাগফিরাত ও রহমতের দু'আ করা; দু'আতে বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘনের অর্ন্তগত। আল্লাহর সাথে এক ধরনের ঠাট্টা-তামাশা করা এবং নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও মুমিন ব্যক্তিদের পথ হতে বহিষ্কার হওয়ার অন্তর্গত।

---

৩৫. সূরা আত-তাওবাহ-৯:৮৪

৩৬. সূরা আত-তাওবাহ-৯:১১৩-১১৪

যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার উপর ও পরকালের উপর বিশ্বাস রাখে, সে কিভাবে সেই ব্যক্তির জন্য মাগফিরাত ও রাহমাতের দু'আ করবে, যার মৃত্যু কুফরী অবস্থায় ঘটেছে, আর সে তো আল্লাহর দুশমন। এটাও কি সম্ভব ?

তাই মহান আল্লাহ ইরশাদ করছেন-

وَمِيْكَالَ فَإِنَّ اللهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِيْنَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيْلَ

অর্থ: "যারা আল্লাহ, তাঁর ফেরেশ্‌তা, তাঁর রাসূলগণ এবং জিবরাঈল ও মীকাঈলের শত্রু, স্বয়ং আল্লাহ সেই কাফিরদের শত্রু ।"[৩৭]

অতএব এই আয়াত দ্বারা তো মুমিনদের জন্য প্রতিটি কাফির হতে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা অপরিহার্য। কেননা মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ لِأَبِيْهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِيْ بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ - إِلَّا الَّذِيْ فَطَرَنِيْ فَإِنَّهُ سَيَهْدِيْنِ

অর্থ: "স্মরণ কর, সেই সময়ের কথা যখন ইবরাহীম তাঁর পিতা এবং তার জাতির লোকদের বলেছিল, তোমরা যেগুলোর ইবাদাত কর তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমার সম্পর্ক কেবলমাত্র তাঁর সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আর তিনি আমাকে অবশ্যই পথ দেখাবেন।"[৩৮]

আরও ইরশাদ হচ্ছে-

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ إِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ

অর্থ: "তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে একটা উত্তম আদর্শ রয়েছে। যখন তাঁরা তাদের কওমকে স্পষ্টভাষায় বলে দিয়েছিল, আমি তোমাদের এবং আল্লাহকে ছেড়ে দিয়ে যার তোমরা উপাসনা কর তাদের হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। আমরা তোমাদের অস্বীকার করেছি এবং আমাদের ও তোমাদের মাঝে চিরকালের জন্য শত্রুতা স্থগিত হয়েছে ও বিরোধ ব্যবধান শুরু হয়ে গেছে- যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনবে।"[৩৯]

---

৩৭. সূরা আল-বাকারা-২:৯৮

৩৮. সূরা আয-যুখরুফ-৪৩:২৬-২৭

৩৯. সূরা আল-মুমতাহিনা-৬০:৪

আর যেন আল্লাহর রাসূল ﷺ এর ব্যাপারে অনুকরণ পাওয়া যায়, তাই মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَأَذَانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ

অর্থ: "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে হজ্জের বড় দিনে সাধারণ ঘোষণা (সমস্ত) মানুষের প্রতি এই যে, আল্লাহ মুশরিকদের সাথে সম্পর্কহীন এবং তাঁর রাসূলও।"[৪০]

আর ঈমানের সবচেয়ে দৃঢ় রজ্জু হল: আল্লাহর জন্য ভালবাসা, আল্লাহর জন্য ঘৃণা করা, আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব স্থাপন করা এবং আল্লাহর স্বার্থে শত্রুতা করা, এইভাবে যেন আপনি নিজের ভালবাসার স্বার্থে, ঘৃণার স্বার্থে, বন্ধুত্ব স্থাপনে এবং শত্রুতা প্রদর্শনে মহান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির সন্ধানী হয়ে যান।

৬. সলাত ত্যাগকারীর জন্য মুসলিম মেয়ে বিয়ে হারাম:

কারণ, সে ব্যক্তি কাফির আর কাফিরদের জন্য মুসলিম মেয়ে স্পষ্ট দলীল ও ইজমা দ্বারা হারাম। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنّ

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ! ঈমানদার মহিলারা যখন হিজরত করে তোমাদের নিকট আসবে, তখন তাদের (ঈমানের ব্যাপারে) পরীক্ষা-নিরীক্ষা কর আর তাদের ঈমানের প্রকৃত অবস্থা আল্লাহই ভালো জানেন। তোমরা যদি নিঃসন্দেহে জানতে পার যে, তারা মু'মিনা, তাহলে তাদেরকে কাফিরদের কাছে ফিরিয়ে দিওনা। না তাঁরা কাফিরদের জন্য হালাল আর না কাফিররা তাঁদের জন্য হালাল।"[৪১]

আল-মুগনী (المغني) নামক কিতাবে (৬/৫৯২) বলা হয়েছে: "আহলে কিতাব ব্যতীত সমস্ত কাফির মেয়েরা এবং তাদের যবাহকৃত জীবজন্তু হারাম হওয়ার ব্যাপারে আলেমগণের মাঝে কোনো মতভেদ নেই।"

৪০. সূরা আত-তাওবাহ-৯: ৩

৪১. সূরা আল-মুমতাহিনা-৬০:১০

তিনি আরো বলেন: "মুরতাদ মেয়েদের বিয়ে করা হারাম, সে যে কোনো দ্বীনের হোক না কেনো; কারণ, তার জন্য সেই ধর্ম সাব্যস্ত হয়নি। যা সে অবলম্বন করেছে। কাজেই সে হালাল হতে পারে না।

আর (আল-মুগনী ৮/১৩০ মুরতাদের পরিচ্ছেদে) বলা হয়েছে: যদি সে বিয়ে করে, তবে বিয়ে শুদ্ধ হবে না। কারণ, তাকে বিয়ের উপর সাব্যস্ত রাখা চলবে না। কাজেই যদি বিয়েতে সাব্যস্ত না রাখা চলে, তবে বিয়েও বৈধ হতে পারে না। যেমন মুসলিম মেয়ের বিয়ে কাফিরদের সঙ্গে দেয়া হারাম।*[৪২]

সুতরাং আপনি তো দেখতে পেলেন যে, মুরতাদ মেয়েকে বিয়ে করা পরিষ্কারভাবে হারাম করা হয়েছে। অপরপক্ষে মুরতাদ পুরুষের সঙ্গে (মুসলিমার) বিয়ে অশুদ্ধ; সুতরাং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর যদি মুরতাদ হয়ে যায়, তাহলে কী হতে পারে?

আল-মুগনী (المغني) নামক কিতাবে (৬/২৯৮) বলা হয়েছে: "যদি স্বামী ও স্ত্রীর কোনো একজন বাসরের পূর্বেই মুরতাদ হয়ে যায়, তখন সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে, আর কেউ কারও মালের ওয়ারিস (উত্তরাধিকারী) হবে না। আর যদি বাসরের পরে মুরতাদ হয় তবে এ ব্যাপারে দু'টি মত রয়েছে।

প্রথম: সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যকার বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়: ইদ্দত পূর্ণ হলেই বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে।

আরও (আল-মুগনীতে ৬/৬৩৯) বলা হয়েছে: "বাসরের পূর্বে মুরতাদ হওয়ার কারণে বিয়ে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে, এ বিষয়ে সমস্ত বিদ্বানগণ একমত এবং এর স্বপক্ষে দলীল পেশ করা হয়েছে।"

আর বাসরের পর মুরতাদ হলে ইমাম মালিক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ও ইমাম আবূ হানিফার (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) নিকট সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে।

আর ইমাম শাফেয়ীর (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) নিকট ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর বিয়ে বিচ্ছেদ হবে।

৪২.*হানাফী কিতাব (মাজমাউল আনহরে আছে ১/২০২) মুরতাদ পুরুষ ও মুরতাদ মেয়েকে বিয়ে করা যায়েজ নয়। কারণ এ ব্যাপারে সাহাবাগণ একমত তাঁদের ইজমা রয়েছে।

এখানে একথা পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, চারজন ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, স্বামী-স্ত্রীর কোন একজন মুরতাদ হলে বিয়ে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। কিন্তু যদি বাসরের পূর্বে মুরতাদ হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে।

اِنْفِسَاخُهُ فِي الْحَالِ إِذَا كَانَ بَعْدَ الدُّخُوْلِ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَبِيْ حَنِيْفَةَ, وَتَوَقُّفُهُ عَلَى اِنْقِضَاءِ الْعِدَةِ قَوْلُ الشَّافِعِي

অর্থাৎ যদি বাসরের পর মুরতাদ হয়, তবে ইমাম মালিক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ও ইমাম আবূ হানিফার (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) নিকট তখনই বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। আর ইমাম শাফেয়ীর (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) নিকট ইদ্দত পার হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, তারপর বিচ্ছেদ হবে। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) হতে দু'টি রেওয়ায়াত উপরোক্ত দুই মাযহাবের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

আরও (আল-মুগনীতে ৬/৬৪০ পৃষ্ঠায়) বলা হয়েছে ঃ "স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে যদি একই সঙ্গে মুরতাদ হয়ে যায়, তবে তাদের হুকুমও অনুরূপ, যেমন হুকুম রয়েছে উভয়ের মধ্য থেকে কোনো একজন মুরতাদ হলে। যদি বাসরের পূর্বে মুরতাদ হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে; আর যদি বাসরের পর মুরতাদ হয়, তবে কি সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে ? এই ব্যাপারে দু'টি বর্ণনা রয়েছে:

ইমাম শাফেয়ীর (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর মত হল ইদ্দত পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। আর ইমাম আবূ হানিফা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) থেকে বর্ণিত যে, এই ক্ষেত্রে (অর্থাৎ স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে একই সঙ্গে মুরতাদ হয়) তবে বিয়ে বিচ্ছেদ হবে না, এটা ফাতাওয়ার ভিত্তি। (استحسان) ইসতিহসানের উপর। কারণ, তাদের দুজনের ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন হয় নি (বরং দুজনেই একই ধর্মে মুরতাদ হয়েছে) এটা ঠিক তেমনই, যেমন দু'জনই যদি একই সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করে।"

অতঃপর আল-মুগনীর (المغني) লেখক ইবনু কুদামা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ইমাম আবূ হানিফার এই কিয়াসের উত্তর ইতিবাচক (طرد) ও নেতিবাচকভাবে (عكس) বা বিপরীতমূখী প্রমাণ প্রদানের মাধ্যমে খণ্ডন করেছেন।

আর যখন একথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, মুরতাদের বিয়ে কোনো মুসলিমের সঙ্গে শুদ্ধ নয়, সে স্ত্রী বা পুরুষ হোক। আর এটাই কুরআন ও সুন্নাহ হতে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত। আর এটাও পরিষ্কার হয়ে গেল যে, সলাত বর্জনকারী

হচ্ছে কাফির, যা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত, এবং সমস্ত সাহাবাগণের মতও তাই। তাহলে একথাও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, কোনো ব্যক্তি যদি সলাত আদায় না করে এবং কোনো মুসলিমা মেয়েকে বিয়ে করে, তাহলে তার বিয়ে বিশুদ্ধ নয়, আর সেই মেয়ে এই (বিয়ের) বন্ধন দ্বারা তার জন্য হালালও নয়। তবে সে যদি আল্লাহ তা'আলার নিকট তাওবাহ করে এবং ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তাহলে আবার নতুন করে বিয়ের বন্ধন করতে হবে। আর ঠিক অনুরুপ বিধান সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যদি সেই মেয়ে সলাত ত্যাগকারিণী হয়।

অবশ্য এটা কাফিরদের কুফরী অবস্থায় সংঘটিত বিয়ে থেকে ভিন্ন ব্যাপার, উদাহরণস্বরুপ যেমন একজন কাফির পুরুষ একজন কাফির মেয়েকে বিয়ে করল, অতঃপর উক্ত স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করল, এই অবস্থায় যদি সেই মেয়ে বাসরের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে থাকে, তাহলে বিয়ে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে; আর যদি সেই মেয়ে বাসর হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে বিবাহ বিচ্ছেদ হবে না, তবে স্বামীর ইসলাম গ্রহণের অপেক্ষায় থাকবে। যদি ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বেই স্বামী ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে সে মেয়ে তারই স্ত্রীরূপে বহাল থাকবে। আর যদি স্বামীর ইসলামের পূর্বেই ইদ্দত শেষ হয়ে যায়, তাহলে সেই স্বামীরতার উপর কোনো অধিকার থাকবে না, কারণ এখানে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, সেই মেয়ের ইসলাম গ্রহণ করাতেই বিয়ে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে।

কাফিররা নাবী ﷺ এর যুগে তাঁদের স্ত্রীদের সঙ্গে একই সময় ইসলাম গ্রহণ করত এবং নাবী ﷺ তাদেরকে নিজ নিজ বিয়ের উপর সাব্যস্ত রাখতেন। হ্যাঁ, তবে যদি তাদের মধ্যে বিয়ে হারাম হওয়ার কারণ পাওয়া যেত তাহলে ভিন্ন কথা, যেমন স্বামী-স্ত্রী দু'জনই মাজূস (অগ্নিপূজক) এবং তাদের দুজনের মাঝে এমন আত্মীয়তা রয়েছে, যাতে তাদের একে অপরের সঙ্গে বিয়ে হারাম। অতএব, যখন তারা দু'জন ইসলাম গ্রহণ করবে, তখন তাদের মধ্যে বিয়ে হারাম হওয়ার কারণ বিদ্যমান থাকার জন্য তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ করে দেয়া হবে।

উপরোক্ত মাসআলাটি ঐ মুসলিমের মাসআলার মত নয়, যে ব্যক্তি সলাত ত্যাগের কারণে কাফির হয়েছে, অতঃপর কোন মুসলিম মেয়েকে বিয়ে করেছে। কেননা, কুরআন-হাদিস ও ইজমায়ে উম্মাহ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে মুসলিম নারী কাফিরদের জন্য হালাল নয়। যদিও সে মুরতাদ কাফির না হয়ে প্রকৃত কাফিরও হয়।

তাই যদি কোনো কাফির ব্যক্তি কোনো মুসলিম মেয়েকে বিয়ে করে, তাহলে তার বিয়ে বাতিল বলে গণ্য হবে এবং তাদের মধ্যে বিয়ে বিচ্ছেদ করা আবশ্যক হয়ে পড়বে। তারপর যদি সেই ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে এবং সেই মেয়েকে ফিরিয়ে নিতে চায়, তবে যতক্ষণ নতুন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না করবে ততক্ষণ তার জন্য তা সম্ভব নয়।

৭. সলাত ত্যাগকারী ব্যক্তি কোন মুসলিম মেয়েকে বিয়ে করে যে সন্তান হবে তার বিধানঃ

মায়ের দিকে লক্ষ্য করলে বলা যাবে সর্বাবস্থায় সন্তান হচ্ছে মায়ের। পুরুষের দিকে লক্ষ্য করলে বলা যাবে যে, যারা সলাত বর্জনকারীকে কাফির মনে করে না, তাদের মতে সর্বাবস্থায় সেই সব সন্তান তার, কারণ (এদের মতে) তার বিবাহ শুদ্ধ ছিল।

কিন্তু যারা সলাত বর্জনকারীকে কাফির মনে করেন এবং এটাই সঠিক, যেমন খুঁটিনাটি আলোচনা প্রথম পরিচ্ছেদে হয়ে গেছে (সেই মতের উপর ভিত্তি করে) আমরা খতিয়ে দেখব যদি স্বামী একথা না জানেন যে তার বিয়ে বাতিল ছিল, বা তার এটা আকীদা (ধর্মীয় বিশ্বাস) ছিল না যে, (সলাত ত্যাগকারী কাফির) তাহলে তারই সন্তান গণ্য করা হবে। কারণ এই অবস্থায় তার ধারণায় স্ত্রী মিলন বৈধ ছিল, তাই এই মিলন তার (وطئ شبهة) সংশয়ের মিলন ছিল যাতে বংশ সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

আর যদি স্বামী একথা জানেন যে, তার বিয়ে বাতিল ছিল আর তার এই আকীদাও (বিশ্বাস) থাকে তবে সন্তান তার হবে না। কারণ, তার সন্তান এমন বীর্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে, যার সম্বন্ধে তার ধারণা ও বিশ্বাস যে তার সহবাস হারাম হয়েছে; কারণ, তার সেই সহবাস হয়েছে এমন স্ত্রীর সাথে, যে স্ত্রী তার জন্য হালাল ছিল না।

দ্বিতীয়তঃ মুরতাদ হওয়ার কারণে পরকালের বিধানসমূহঃ

১। ফিরিশ্‌তাগণ মুরতাদকে ধমকাতে ও শাসাতে থাকবে শুধু তাই নয় বরং তাদের মুখমন্ডলে ও পশ্চাতে মারতে (আঘাত) থাকবে ঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

وَلَو تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ - ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ

অর্থ: "যদি তোমরা সেই অবস্থা দেখতে পেতে যখন ফিরিশ্‌তারা কাফিরদের রুহ কবজ করেছিল! তারা তাদের মুখমন্ডল ও পশ্চাৎ দেহের উপর আঘাত করছিল, এবং বলছিল: লও, এখন (কঠিন) আগুনের শাস্তি ভোগ করো! এটা সেই শাস্তি যার আয়োজন তোমাদের হাতসমূহ পূর্বেই করেছিল নতুবা আল্লাহ তো তার বান্দাহদের প্রতি যুলুমকারী নন।"[৪৩]

২। তাদের (মুরতাদদের) হাশর হবে কাফির ও মুশরিকদের সাথেঃ

কেননা, তারা তাদেরই অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ - مِنْ دُونِ اللهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ

অর্থ:"(ফিরিশতাদেরকে হুকুম করা হবে) 'একত্রিত কর যালিম ও তাদের সহচরদেরকে এবং যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য সব মা'বুদের ইবাদাত করতো তাদের সকলকেই ঘেরাও করে নিয়ে এসো। অতঃপর তাদের জাহান্নামের পথ দেখাও।"[৪৪]

৩। তারা জাহান্নামে স্থায়ীভাবে চিরদিন থাকবেঃ

কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

إِنَّ اللهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا - خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا - يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا

অর্থ:"নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদেরকে করেছেন অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন জ্বলন্ত আগুন; সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে

৪৩. সূরা আল-আনফাল-৮:৫০-৫১

৪৪. সূরা আস-সাফ্‌ফাত-৩৭:২২-২৩

এবং তারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারীও পাবে না। যেদিন তাদের মুখমন্ডল আগুনে উলট-পালট করা হবে, সেদিন তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করতাম!" ।[৪৫]

এই বিরাট মাসআলার ব্যাপারে যা কিছু আমি বলতে চেয়েছিলাম তা এখানেই সমাপ্ত হল, যে সমস্যায় অনেক লোক নিমজ্জিত। আর যে ব্যক্তি তাওবাহ করতে চায়, তার জন্য তাওবার দরজা উন্মুক্ত রয়েছে।

অতএব হে মুসলিম ভাই! আল্লাহ তা'আলার নিকট একনিষ্ঠভাবে অতীতের পাপের প্রতি লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে একথার দৃঢ় সংকল্প করুন যে, আমি আর পাপে লিপ্ত হবো না এবং খুব বেশি বেশি সৎ আমল করব।

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا -وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتَابًا

অর্থ: "যারা তাওবাহ করে, ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, ফলে আল্লাহ্ তাদের গুণাহসমূহ ভালো দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর যে তাওবাহ করে ও সৎকাজ করে, সে তো সম্পূর্ণরুপে আল্লাহর অভিমুখী হয়।"[৪৬]

মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট আবেদন জানাই যে, তিনি যেন আমাদেরকে স্বীয় কাজে যোগ্যতা প্রদান করেন, আর আমাদের সকলকে তাঁর সঠিক ও সোজা পথ প্রদর্শন করেন; তাঁদের পথ, যাঁদের প্রতি আল্লাহ নিয়ামাত দান করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন নাবীগণ এবং সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ; যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট, তাদের পথে নয়।

সমাপ্ত

মুহাম্মদ সালিহ আল-'উসাইমীন

২৩/ ২/ ১৪০৭ হি.

৪৫. সূরা আল-আহযাব-৩৩:৬৪-৬৬

৪৬. সূরা আল-ফুরকান-২৫:৭০-৭১

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী

আমাদের প্রকাশিত-অপ্রকাশিত বইসমূহ

ক্রমিক নং	বইয়ের নাম	লেখক/ অনুবাদক/ সম্পাদক	মূল্য
০১	তাজবীদসহ সহজ পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষার মুহাম্মাদী কায়দা ও ১২১ টি দু'আ	সম্পাদনায় আব্দুল খালেক সালাফী	৩০
০২	কুরআন-সুন্নাহর আলোকে **ফিরিশ্‌তা জগৎ**	মূল: ড. সুলাইমান আল-আশকার অনু: আব্দুল হামীদ ফাইযী	৫০
০৩	**"অনূদিত সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ"** আধুনিক ফিক্বহী পর্যালোচনায় শায়খ আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.), শায়খ আব্দুল্লাহ বিন বায, শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন		১ম খণ্ড ১৬০
০৪	**"সলাত পরিত্যাগ কারীর বিধান"** মূল: শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন অনবাদ ও সম্পাদনায়: শায়খ মতিউর রহমান মাদানী		১৭
০৫	ডা. জাকির নায়েকের লেকচারে সালাতুন নাবী (স.) ও বিধান সূচী	সম্পাদনায় আব্দুস সামাদ সালাফী	৪০
০৬	জ্যোতিষী ও গণককে বিশ্বাস করার পরিণাম	মূল: শায়খ আব্দুল্লাহ বিন বায অনু: শায়খ সাইদুর রহমান	২০
০৭	কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে **ফাতাওয়া মাসাইল**	শায়খ সাইদুর রহমান বিন জিল্লুর রহমান রিয়াদী	৯০
০৮	**সহীহ আদাবুল মুফরাদ**	মূল: ইমাম বুখারী (রহ.), তাহক্বীক্ব: শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.)	
০৯	সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার ও পরিত্রাণের উপায়	গবেষণা বিভাগ, ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী।	
১০	নারীদের প্রতি বিশেষ উপদেশ	যায়নুল আবেদীন বিন নুমান	
১১	ডা. জাকির নায়েকের লেকচারে **মাযহাব প্রসঙ্গ**	সম্পাদনায় আব্দুল খালেক সালাফী	
১২	কুরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত নির্বাচিত ঘটনা ও শিক্ষাবলী	গবেষণা বিভাগ, ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী।	
১৩	শর্টকাট টেকনিক সমৃদ্ধ **ম্যাথ টিউটর**	মাক্বছুদুর রহমান পরিচালক : টেকনিক প্লাস	৬০
১৪	কুরআন-সুন্নাহর আলোকে **জ্বিন ও শয়তান জগৎ**	মূল: ড. সুলাইমান আল-আশকার অনু: আব্দুল হামীদ ফাইযী	
১৫	ছোটদের ছোট গল্প	আব্দুল হামীদ ফাইযী আল মাদানী	৩০
১৬	সাহাবায়ে কেরাম	আব্দুল হামীদ ফাইযী আল মাদানী	
১৬	নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ও কবিতায় অনৈসলামিক আক্বীদা	আব্দুল হামীদ ফাইযী আল মাদানী	

১৭	অযাহাক্বাল বাতিল	আব্দুল হামীদ ফাইযী আল মাদানী	
১৮	হে আমার মেয়ে	আব্দুল্লাহ শাহেদ আল মাদানী	৫
১৯	মুখতাসার যাদুল মা'য়াদ	আব্দুল্লাহ শাহেদ আল মাদানী	
২০	কারবালার প্রকৃত ঘটনা? কারা হুসাইন (রাঃ) কে হত্যা করেছে?	আব্দুল্লাহ শাহেদ আল মাদানী	১৭
২১	শানে নুযূল সহ সহজ ভাষায় অনূদিত **শব্দার্থে আল কুরআন**	সম্পাদনা পরিষদ, ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী।	

বি.দ্র. পার্সেলের মাধ্যমে বই পাঠানোর সু-ব্যবস্থা রয়েছে।

মোবাইল: ০১৭৩০-৯৩৪৩২৫

ওয়েব: http://www.wahidiyalibrary.blogspot.com

ইমেইল: wahidiyalibrary@gmail.com

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে রচিত তথ্য সমৃদ্ধ কিতাব প্রকাশে সচেষ্ট ব্যতিক্রমধর্মী

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী

এখানে ক্বাওমী, আলিয়া ও কুরআন-সহীহ হাদীসের আলোকে রচিত সকল ধর্মীয় বইসমূহ পাইকারী ও খুচরা মূল্যে পাওয়া যায়।

এ ছাড়াও বিখ্যাত ক্বারীদের কুরআন তিলাওয়াত, ইসলামী গান ও সঠিক আকীদা পোষণকারী আলোচকদের বক্তৃতা **ডাউনলোড দেওয়া হয়** ও সিডি, ডিভিডি ও মেমোরী কার্ড বিক্রয় করা হয়।